আনফাল- ২০, সূরা তাওবা- ১২৮, সূরা ইউসুফ- ৪৭,১০৯, সূরা রা'দ- ৭,৩০,৪০, সূরা ইব্রাহিম- ৪,৫,১০-১১, সূরা নাহল-৩৬,৮৪, সূরা বনি ইসরাইল- ১০৫, সূরা সাবা- ২৮. সূরা আম্বিয়া -১০৭, সূরা আহযাব - ৬,২১,৪০,৪৫-৪৬, সূরা ফাতের- ২৪, সূরা ইয়াছিন- ২-৩, সূরা হুজুরাত- ১, সূরা হাশর- ৭, সূরা সফ- ৬ ,

- **হাদিস**

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

১. হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত আমি (তথা আমার আদর্শ) তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হব। (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ (اَلْاِبَانَةُ الْكُبْرٰى لِاِبْنِ بَطَّةَ. صَحَّحَهُ الْاَلْبَانِيْ)

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেহই ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রবৃত্তি আমার আনীত দ্বীনের অনুগত না হবে। (ইবানাতুল কুবরা লিইবনি বাত্তাহ : ২১৯)

আখেরাত

- **আল-কুরআন**

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ۝

১. আসলে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের আমলকে আমি তাদের চোখে সুন্দর বানিয়ে দিয়েছি। তাই তারা দিশেহারা হয়ে ফিরছে। (সূরা নামল- ২৭:৪)

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝

২. অতঃপর যে বিন্দু পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে বিন্দু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সে তাও দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল- ৯৯:৭-৮)

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

৩. আজ আমি তাদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি। তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা সাক্ষ্য দিবে যে, তারা দুনিয়াতে কী কামাই করে এসেছে। (সূরা ইয়াসিন- ৩৬:৬৫)

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ۭ وَالْاَمْرُ يَوْمَىِٕذٍ لِّلّٰهِ ۝

৪. এটা সেই দিন, যেদিন কেউ কারো জন্য কিছু করতে পারবে না এবং সেদিন ফয়সালার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে থাকবে। (সূরা ইন্‌ফিতার- ৮২:১৯)

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ۝ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ۝ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ۝ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَىِٕذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ۝

৫. সেদিন মানুষ তার ভাই, মা, বাপ ও বিবি-বাচ্চাদের থেকে পালাতে থাকবে। সেদিন প্রত্যেককে একটি চিন্তা ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। (সূরা আবাসা- ৮০:৩৪-৩৭) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন সূরা বাকারা- ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৭২-৭৩, ১১৩, ১৫৪, ১৪৮, ১৬৫-১৬৭, ১৭৪, ২৫৪, ২৫৫, সূরা আলে ইমরান-৭০,৯৪,১৬৪,১৬৯-১৭১, সূরা আনয়াম-৩২,৯২, সূরা আরাফ- ৬,১৪৭, সূরা আনফাল- ৬৭, সূরা ইউনুস- ৩,৫-৬,২৭-৩০,৫৭, সূরা রা'দ- ৫, সূরা ইব্রাহিম- ৪৪-৪৫,৫১, সূরা হুদ- ১০৩, সূরা নাহল- ২২,৩০,৮৬,৮৭,৯৩, সূরা ম'মিনূন-৭৪, সূরা শুয়ারা- ৮৮,৮৯, সূরা নামল- ৪৪,৮৯-৯০, সূরা কাছাছ-৮৩, সূরা ইয়াছিন- ৩৩,৭৭-৭৮, সূরা হা-মিম আস সাজদা-৪৬,৪৮, সূরা শূ-রা- ২০,৪৬, সূরা হাদিদ- ২০,২১, সূরা জুমুয়াহ-৮, সূরা ক্বেয়ামাহ- ৩,৪,৩৭-৪০, সূরা এনফেতর- ১-৫,১৫-১৯, সূরা আলা -১৭, সূরা গাশিয়াহ- ১,৩, সূরা লাইল-১৩-১৪, সূরা তাকাসসুর-৮,